প্রথম আলো

তারিখ 22 SEP 2015
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

editorial@prothom-alo.info

প্রশ্নবিদ্ধ প্রশ্নপত্র

মেডিকেলের ভর্তি নিয়ে বিতর্কের অবসান হোক

মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে কয়েক বছর ধরেই বিতর্ক চলে আসছিল। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ভর্তি পরীক্ষার অনেক আগে থেকেই জালিয়াত চক্র তৎপর ছিল। তাদের রুখতে সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যতটা সতর্ক ও সজাগ থাকার কথা ছিল, তারা সেটি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

কয়েক দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তা ও তাঁর সহযোগীরা বমাল ধরা পড়লে মেডিকেলে ভর্তির প্রশ্নপত্র জালিয়াতির বিষয়টি সামনে চলে আসে। এরপর গত মঙ্গলবার মহাখালী ডিওএইচএস এলাকা থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও বিক্রির সঙ্গে জড়িত চারজনকে ১ কোটি ২১ লাখ টাকার চেকসহ আটক করে র‍্যাব। জালিয়াত চক্রের কয়েকজন গ্রেপ্তার হলেও তাঁদের কাছে পাওয়া কথিত প্রশ্নপত্র পরীক্ষার আগেই বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ও খুদে বার্তার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যায়। ভর্তিপরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের মিলকে কর্তৃপক্ষ কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দিলেও দায় এড়াতে পারে না। যে ব্যক্তি ২০১১ সালে একই অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, সেই ব্যক্তি কীভাবে জেলখানা থেকে বেরিয়ে ফের অপকর্মে লিপ্ত হলেন?

স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন, ভালো শিক্ষার্থীরাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এবারে প্রায় ৮৩ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪৮ হাজার উত্তীর্ণ হলেও ভর্তির সুযোগ পাবেন মাত্র সরকারি মেডিকেলে ৩ হাজার ৬৯৪ এবং বেসরকারি মেডিকেলে ৭ হাজার ৩৫৫ জন। অর্থাৎ কেউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই ভর্তির সুযোগ পাচ্ছেন না। ফল প্রকাশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে করা রিট নাকচ হলেও জনমনে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে যে প্রশ্ন ও সন্দেহ দেখা দিয়েছে, সেটি নাকচ করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। তাই, ফল বাতিলের দাবিতে পরীক্ষার্থীদের একাংশ এখন রাস্তায়।

প্রতিবছর মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে সৃষ্ট বিতর্ক ও জটিলতার অবসান হোক। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তদের আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। এ ব্যাপারে সরকারের পাশাপাশি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদেরও সহযোগিতা প্রয়োজন।